بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৮ ফাল্গুন ১৪২৬
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণী

মহান 'শহিদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ২০২০ উপলক্ষে আমি বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণে এ দিবসটি উদযাপন এক অনন্য উদ্যোগ।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জববার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবীতে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে যিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। আমি স্মরণ করি সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।

ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। অমর একুশের অবিনাশী চেতনা-ই আমাদের যুগিয়েছে স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং এরই ধারাবাহিকতায় আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ভাষা ও সংস্কৃতি মানবজাতির অমূল্য সম্পদ। এটি মহাকালকে যেমন ধারণ করে, তেমনি মানব ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় জীবনধারাকে প্রবাহমান রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। দারিদ্র্য, সাম্রাজ্যবাদ, বাণিজ্যবাদ, ধর্মপ্রচার, অভিবাসন, উদ্দেশ্যমূলক আর্থিক ও মানবিক সহযোগিতা, ভাষার উপযুক্ত চর্চার অভাব, জনসংখ্যা হ্রাস, পরিবেশের অবক্ষয়, আকাশ সংস্কৃতিসহ নানা কারণে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কোন না কোন ভাষার বিলুপ্তি ঘটছে। ভাষার বিলুপ্তি মানে এক একটা সংস্কৃতির বিলোপ, জাতিসত্তার বিলোপ, সভ্যতার অপমৃত্যু। মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশসহ সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশ্ববাসীকে সোচ্চার হতে হবে।

মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ বিশ্বে বিরল ঘটনা। ১৯৯৯ সালে কয়েকজন মাতৃভাষাপ্রেমী প্রবাসী বাঙালির প্রাথমিক উদ্যোগে এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ ছিল বাঙালি হিসেবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। বিশ্বের বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ২০০১ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাদের নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিজস্ব মাতৃভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব - মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

PRESIDENT
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGABHABAN, DHAKA

08 Falgun 1426
21 February 2020

Message

On the occasion of great `Shaheed Day (Language Martyrs Day) and the International Mother Language Day' 2020, I extend my warm congratulations and sincere felicitations to all multilingual people of the world along with Bangla-speaking people. It is a unique celebration in protecting mother tongue as well as own culture and heritage.

The great Language Movement is a memorable event in our national history. Today, I pay my deep homage to the language martyrs namely Salam, Barkat, Rafiq, Jabbar, Shafiur and so many unknown and unsung language heroes who laid down their lives for the cause of mother tongue Bangla. I also remember with profound respect, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who led *Sarbodolio Rashtrobhasa Sangram Parishad* (All Party State Language Action Committee), formed in 1948 and was arrested for his active role in the language movement. I recall Dhirendranath Dutta, the then Member of *Gonoparishad* (Constituent Assembly) who raised the proposal before the *Gonoparishad* to turn Bangla into the state language. I also remember language heroes for their bravery, farsightedness, unmatched valour, organizing capability and taking instantaneous steps in this regard that facilitated the Language Movement to reach its ultimate culmination on February 21, 1952, and consequently, the Bangalee achieved their right to the mother tongue.

The aim of the language movement was to establish the right of our mother tongue as well as to protect self-entity, cultural distinction and heritage. Being a source of ceaseless inspiration, *Amar Ekushey (*Immortal Shaheed Day) inspired and encouraged us to a great extent to achieve the right to self-determination and struggle for freedom and war of liberation. With the bloodshed passages of Language Movement in February, we achieved the recognition of Bangla as our mother tongue and consequently, we attained our long-cherished independence under the charismatic leadership of the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in 1971.

Language and culture are invaluable assets of human races. On the one hand, it encompasses the eternity of time, and on the other hand, it keeps flowing the diverse lifestyle of human civilization from generation to generation. Every day some languages of the world are becoming extinct due to multifarious causes including poverty, imperialism, commercialism, propagation of religion, immigration, motivated financial and human assistances, lack of proper exercise of languages, declining of birth rate of some races and nation, degradation of the environment and satellite culture etc. The extinct of language means to disappear of culture, nation and civilization on the earth. The people of the world will have to raise their voice for the preservation of defunct languages along with flourishing respective mother tongue and culture.

In fact, to embrace martyrdom for the cause of mother tongue is a rare incident in world history. February 21 has now been recognized by the UNESCO as the 'International Mother Language Day' in 1999 with the spontaneous willingness and sincere endeavour of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina along with the primary efforts of some Bangla-loving expatriate Bangladeshis. As a nation, it is our great achievement. International Mother Language Institute, an institute for the research and preservation of the flourishing and nearly extinct languages of the world, has been established in Dhaka in 2001. Besides, textbooks and teaching methods have also been introduced for the tribes, minor races, ethnic sects and communities in our country with a view to protecting and developing their own languages and culture. Observing the International Mother Language Day, I firmly believe, will play a positive role in attaining the sustainable future through multilingual education.

The spirit of *Amar Ekushey* is now the incessant source of inspiration for the protection of own languages and culture of people around the world. Imbued with the spirit of *Amar Ekushey,* let the bond of friendship among multilingual people be strengthened, world's almost defunct languages be revived and the globe be diversified in respective societies- it is my expectation on Shaheed Day and International Mother Language Day.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Md. Abdul Hamid